অর্থনৈতিক উন্নয়ন

টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সাফল্যের আর একটি বছর অতিক্রম করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আট শতাংশ ছাড়িয়ে ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি, সহনীয় পুন্জিভূত সরকারী ঋণ এবং বহি:স্থ অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানি এবং প্রবাস আয়ে থাকবে দুই অংকের প্রবৃদ্ধি যার ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার থাকবে স্থিতিশীল। মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ শেষে মুল্যস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫.৫ শতাংশে; এক বছর পূর্বে যা ছিল ৫.৮ শতাংশ। সরবরাহের বিবেচনায় শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বেশ ভাল হয়েছে। অন্যদিকে, চাহিদার দিক বিবেচনায় ভোগ এবং বিনিয়োগ উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে যা অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। পাশাপাশি, সুদের হার ব্যবধান পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমিত আছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা বজায় রেখে চলেছে। বিগত তিন বছরে এই হার ৭ শতাংশের উপরে ছিল এবং বর্তমান অর্থবছরে রেকর্ড ৮ শতাংশের অধিক হবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। বিগত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ এবং গত দশ বছরে প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ অর্জিত।

বছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৫.৭৪
২০০৯-১০	৬.০৭
২০১০-১১	৬.৪৬
২০১১-১২	৬.৫২
২০১২-১৩	৬.০১
২০১৩-১৪	৬.০৬
২০১৪-১৫	৬.৫৫
২০১৫-১৬	৭.১১
২০১৬-১৭	৭.২৮
২০১৭-১৮	৭.৮৬
২০১৮-১৯সা:	৮.১৩

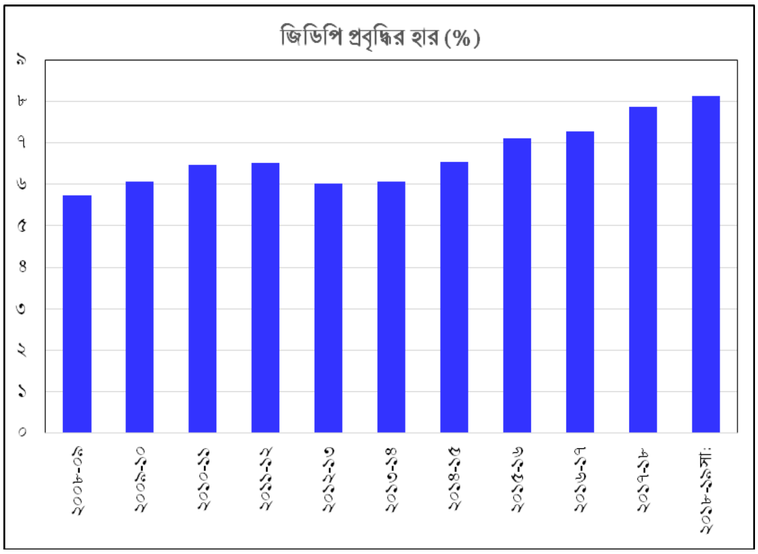

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; সা:=সাময়িক।

মাথাপিছু জাতীয় আয়

বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৮-০৯ সালে যেখানে ছিল ৭৫৯ মার্কিন ডলার তা প্রায় ২.৩ গুনের বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাড়িয়েছে ১৭৫১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার হবে।

বছর	মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা: ড:)
২০০৮-০৯	৭৫৯
২০০৯-১০	৮৪৩
২০১০-১১	৯২৮
২০১১-১২	৯৫৫
২০১২-১৩	১০৫৪
২০১৩-১৪	১১৮৪
২০১৪-১৫	১৩১৬
২০১৫-১৬	১৪৬৫
২০১৬-১৭	১৬১০
২০১৭-১৮	১৭৫১
২০১৮-১৯সা:	১৯০৯

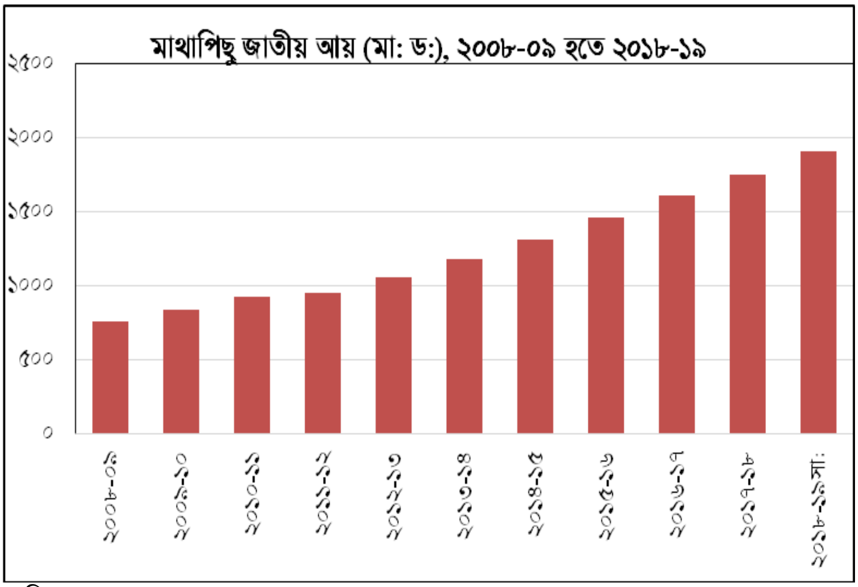

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; সা:=সাময়িক।

মূল্যস্ফীতি

বর্তমানে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৯ শতাংশ। পরবতী বছরগুলোতে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা সামান্য হ্রাস পেয়ে ৫.৫ শতাংশে দাড়িয়েছে।

বছর	মূল্যস্ফীতি (%)
২০০৮-০৯	৭.৬
২০০৯-১০	৬.৮
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	৮.৭
২০১২-১৩	৬.৮
২০১৩-১৪	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৪
২০১৫-১৬	৫.৯
২০১৬-১৭	৫.৪
২০১৭-১৮	৫.৮
২০১৮-১৯	৫.৫

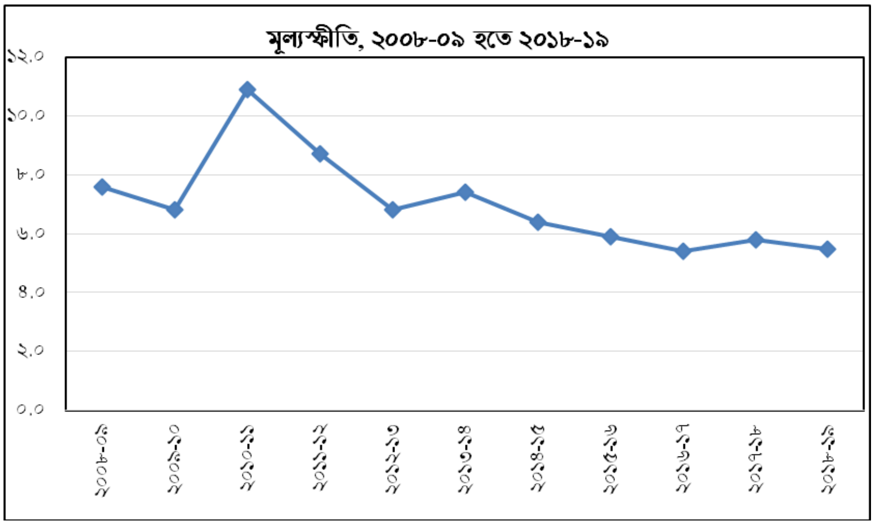

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

রাজস্ব আয়

সময়ের সাথে মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'র তুলনায় তা কম বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট রাজস্ব আয় বিগত নয় বছর সময়ে প্রায় ৩.৫ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাড়িয়েছে ২,১৬,৫৫৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৬ শতাংশ)।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩,১৬,৬১৩ কোটি টাকা (জিডিপি’র ১২.৫ শতাংশ) এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,৭৭,৮১০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ১৩.১ শতাংশ)।

বছর	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৬৪৫৭০	১০.৫
২০০৯-১০	৭৫৯১০	৯.৫
২০১০-১১	৯২৯৯০	১০.২
২০১১-১২	১১৪৬৮০	১০.৯
২০১২-১৩	১২৮২৬০	১০.৭
২০১৩-১৪	১৪০২৩৯	১০.৪৪
২০১৪-১৫	১৪৫৯৬৬	৯.৬৩
২০১৫-১৬	১৭২৯৫০	৯.৯৮
২০১৬-১৭	২০১২১০	১০.১৮
২০১৭-১৮	২১৬৫৫৫	৯.৬
২০১৮-১৯**	৩১৬৬১৩	১২.৫
২০১৯-২০*	৩৭৭৮১০	১৩.১

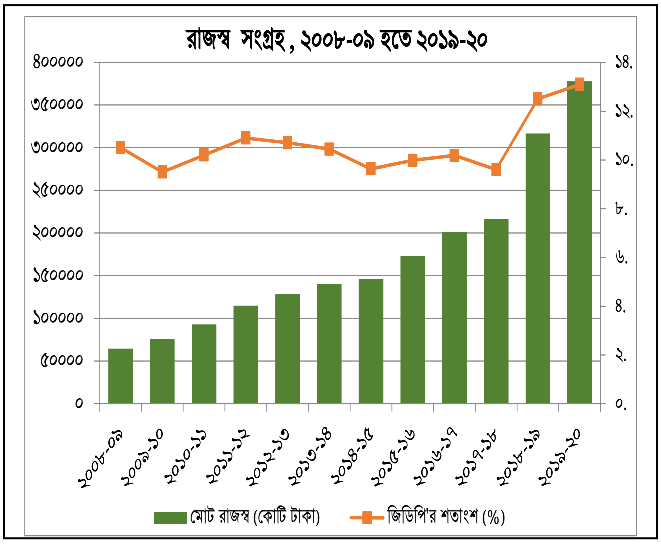

উৎস: অর্থ বিভাগ; *২০১৯-২০ সালের উপাত্ত বাজেট ভিত্তিক, **২০১৮-১৯ সালের উপাত্ত সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক এবং অন্যান্য সালের উপাত্ত প্রকৃত।

সরকারি ব্যয়

মোট সরকারি ব্যয় ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেলেও তা জিডিপি’র শতাংশ হারে কম বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট সরকারি ব্যয় বিগত নয় বছর সময়ে প্রায় ৩.৬ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাড়িয়েছে ৩,২১,৮৬২ কোটি টাকা (জিডিপি’র ১৪.৩ শতাংশ)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪,৪২,৫৪১ কোটি টাকা (জিডিপি’র ১৭.৪ শতাংশ) এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ১৮.১ শতাংশ)।

বছর	মোট সরকারি ব্যয় (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৮৮০৬৪	১৪.৫
২০০৯-১০	১০১৬০৮	১৪.৬
২০১০-১১	১২৮২৬৮	১৬.১
২০১১-১২	১৫২৪২৮	১৬.৩
২০১২-১৩	১৭৫৬৪২	১৬.৮
২০১৩-১৪	১৮৭৮১৫	১৪.০
২০১৪-১৫	২০৮৮৭৪	১৩.৫
২০১৫-১৬	২৪০৮০৭	১৩.৮
২০১৬-১৭	২৭৭২৩৬	১৩.৬
২০১৭-১৮	৩২১৮৬২	১৪.৩
২০১৮-১৯**	৪৪২৫৪১	১৭.৪
২০১৯-২০*	৫২৩১৯০	১৮.১

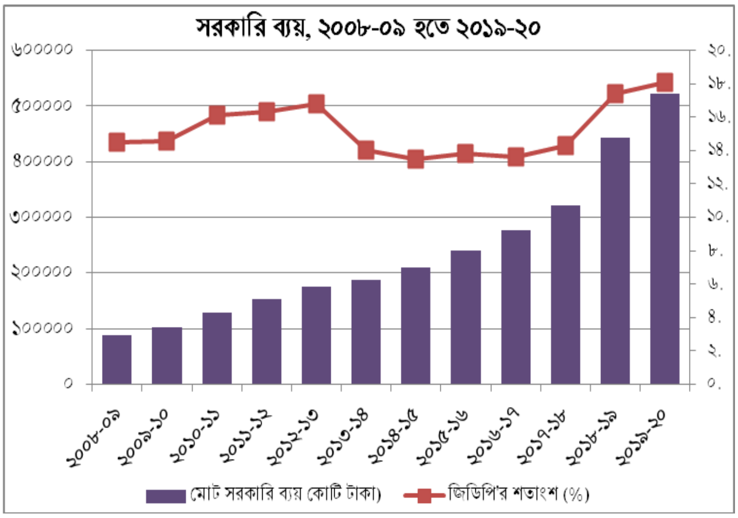

উৎস: অর্থ বিভাগ; *২০১৯-২০ সালের উপাত্ত বাজেট ভিত্তিক, **২০১৮-১৯ সালের উপাত্ত সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক এবং অন্যান্য সালের উপাত্ত প্রকৃত।

বাজেট ঘাটতি

বাজেটের আকার বাড়ার সাথে সাথে বাজেট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে তা ৫ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ হলেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭ শতাংশে দাড়িয়েছে।

বছর	বাজেট ঘাটতি (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	২৩৩০৯	৩.৩
২০০৯-১০	২৩৯৬৪	৩.০
২০১০-১১	৩৪১৮২	৩.৭
২০১১-১২	৩৩৮৩৭	৩.২
২০১২-১৩	৫৫৯২২	৪.৭
২০১৩-১৪	৪৭৯৬৮	৩.৬
২০১৪-১৫	৬২২৩৪	৪.১
২০১৫-১৬	৬৭৮২০	৩.৯
২০১৬-১৭	৮০৬২৯	৪.১
২০১৭-১৮	১০৫৪৯৪	৪.৭

উৎস: অর্থ বিভাগ।

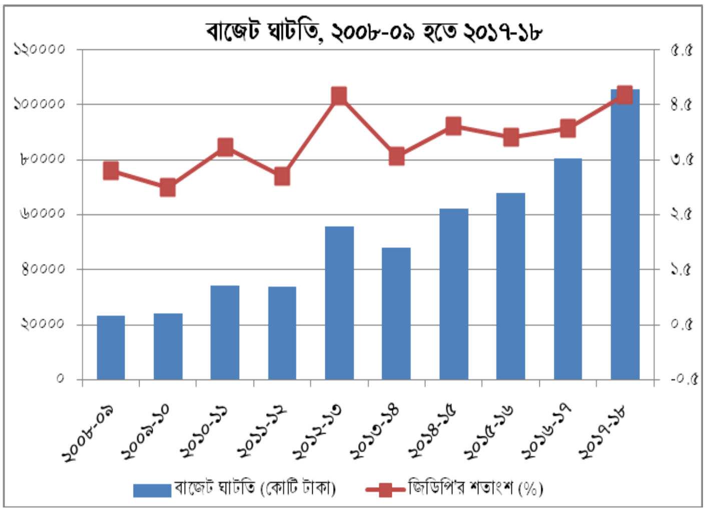

রপ্তানী

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উঠানামা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০.৬ শতাংশ ছিল। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা কম থাকলেও বিগত অর্থবছরে তা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবমতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি দাড়িয়েছে ১০.৪ শতাংশ। রপ্তানী আয়ের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি উচ্চতর জিডিপি অর্জনে সহায়তা করবে।

বছর	রপ্তানী (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	১৫.৬	১০.৬
২০০৯-১০	১৬.২	৩.৮
২০১০-১১	২২.৯	৪১.৪
২০১১-১২	২৪.৩	৬.১
২০১২-১৩	২৭	১১.১
২০১৩-১৪	৩০.২	১১.৯
২০১৪-১৫	৩১.২	৩.৩
২০১৫-১৬	৩৪.৩	৯.৯
২০১৬-১৭	৩৪.৮	১.৫
২০১৭-১৮	৩৬.৭	৫.৫
২০১৮-১৯সা:	৪০.৫	১০.৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক; সা:=সাময়িক।

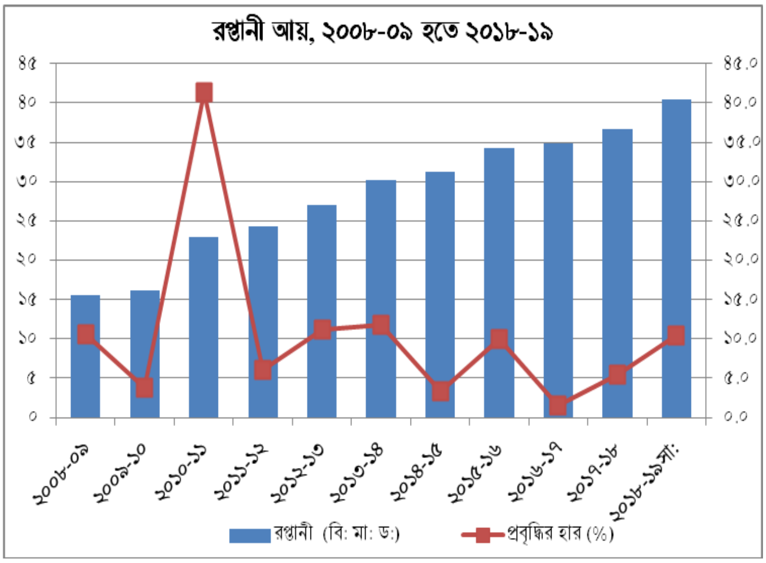

আমদানী

আমদানী ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত দশ বছরে আমদানী ব্যয় প্রায় ২.৬ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯(সা:) অর্থবছরে দাড়িয়েছে ৫৯.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাম্প্রতিক সময়ে আমদানীর ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানী প্রবৃদ্ধির হার ২৫.৩ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯(সা:) অর্থবছরে তা ১.৭ শতাংশে দাড়িয়েছে।

বছর	আমদানী (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	২২.৫	৪.২
২০০৯-১০	২৩.৭	৫.৩
২০১০-১১	৩৩.৭	৪২.২
২০১১-১২	৩৫.৫	৫.৩
২০১২-১৩	৩৪.১	-৩.৯
২০১৩-১৪	৩৯.৩	১৫.২
২০১৪-১৫	৪০.৭	৩.৬
২০১৫-১৬	৪২.৯	৫.৪
২০১৬-১৭	৪৭.০	৯.৬
২০১৭-১৮	৫৮.৯	২৫.৩
২০১৮-১৯সা:	৫৯.৯	১.৭

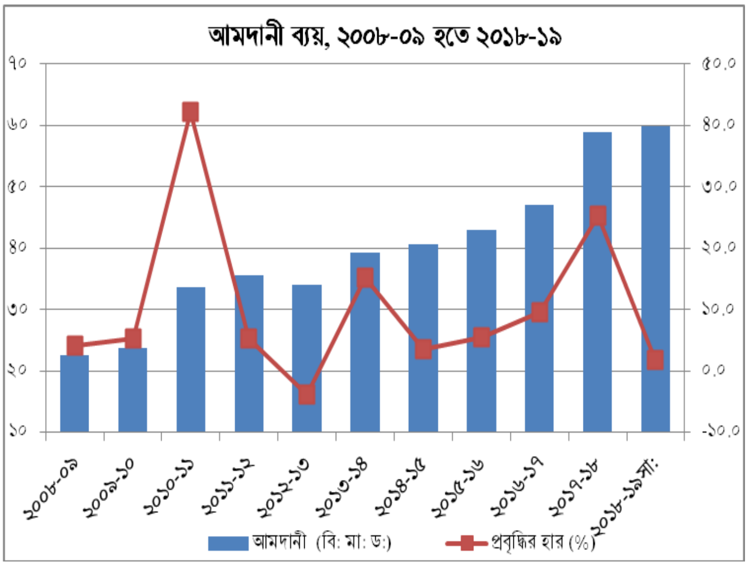

উৎস: বাংলাদেশে ব্যংক; সা:=সাময়িক।

প্রবাস আয়

২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে উর্ধমূখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর সময়ে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে শ্লথগতি পরিলক্ষিত হলেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব মতে প্রবাস আয় রেকর্ড ১৬.৪ বি: মা: ডলার এবং ৯.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

বছর	প্রবাস আয় (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৯.৭০	২২.৮
২০০৯-১০	১১.০	১৩.৪
২০১০-১১	১১.৭	৬.৪
২০১১-১২	১২.৮	৯.৪
২০১২-১৩	১৪.৫	১৩.৩
২০১৩-১৪	১৪.২	-২.১
২০১৪-১৫	১৫.৩	৭.৭
২০১৫-১৬	১৪.৯	-২.৬
২০১৬-১৭	১২.৮	-১৪.১
২০১৭-১৮	১৫.০	১৭.২
২০১৮-১৯সা:	১৬.৪	৯.৩

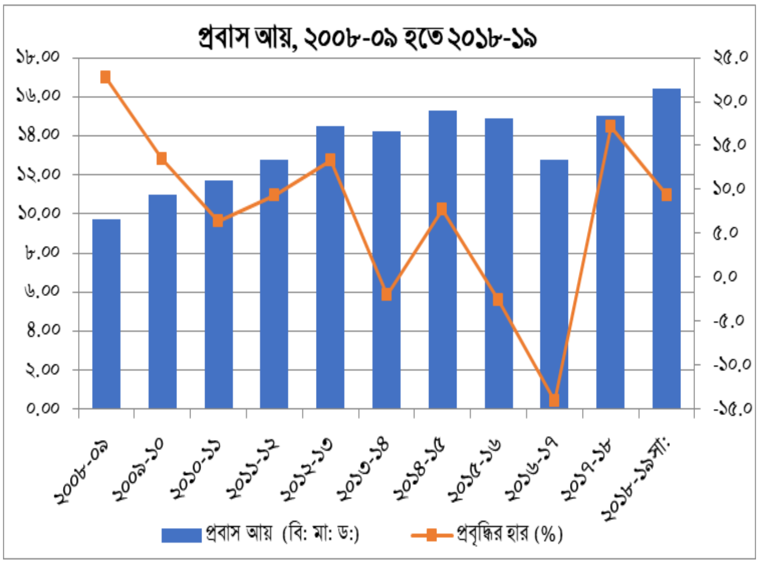

উৎস: বাংলাদেশে ব্যংক; সা:=সাময়িক।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

বিগত বছরগুলোতে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত থাকলেও সম্প্রতিক সময়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত ছিল ৪২৬২ মি: মা: ডলার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি দাড়ায় ৯৭৮০ মি: মা: ডলার। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই ঘাটতি কিছুটা কমে ৫২৫৪ মি: মা: ডলারে দাড়িয়েছে।

বছর	চলতি হিসাবের ভারসাম্য (মি: মা: ড:)
২০০৮-০৯	২৪১৬
২০০৯-১০	৩৭২৪
২০১০-১১	-১৬৮৬
২০১১-১২	-৪৪৭
২০১২-১৩	২৩৮৮
২০১৩-১৪	১৪০৯
২০১৪-১৫	৩৪৯২
২০১৫-১৬	৪২৬২
২০১৬-১৭	-১৩৩১
২০১৭-১৮	-৯৭৮০
২০১৮-১৯	-৫২৫৪

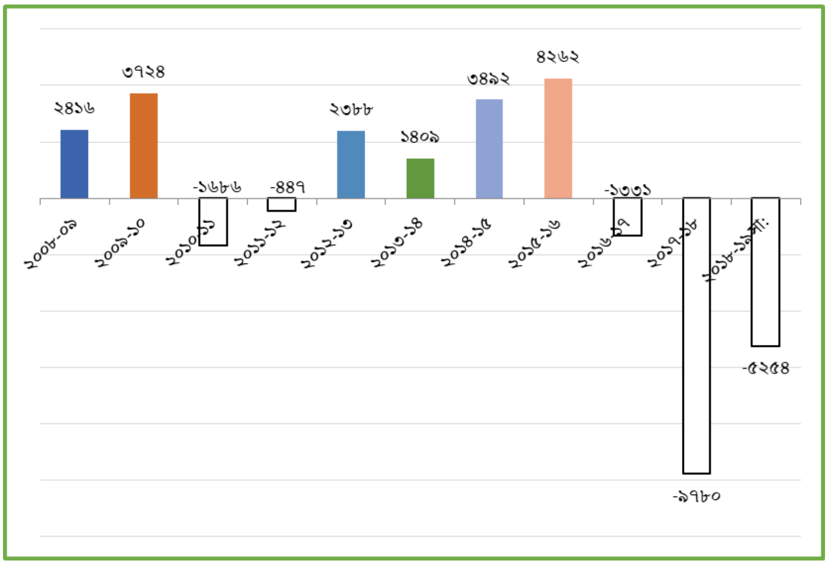

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানী ও প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তৈরীতে সহায়তা করেছে। ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩০শে জুন, ২০১৯ তারিখে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২.৭ বিলিয়ন মাকিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা দিয়ে ৬.৬ মাসের আমদানী ব্যয় মেটানো যাবে।

বছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বি: মা: ড:)
২০০৮-০৯	৭.৫
২০০৯-১০	১০.৭
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	১০.৪
২০১২-১৩	১৫.৩
২০১৩-১৪	২১.৫
২০১৪-১৫	২৫
২০১৫-১৬	৩০.২
২০১৬-১৭	৩৩.৪
২০১৭-১৮	৩২.৯
২০১৮-১৯	৩২.৭

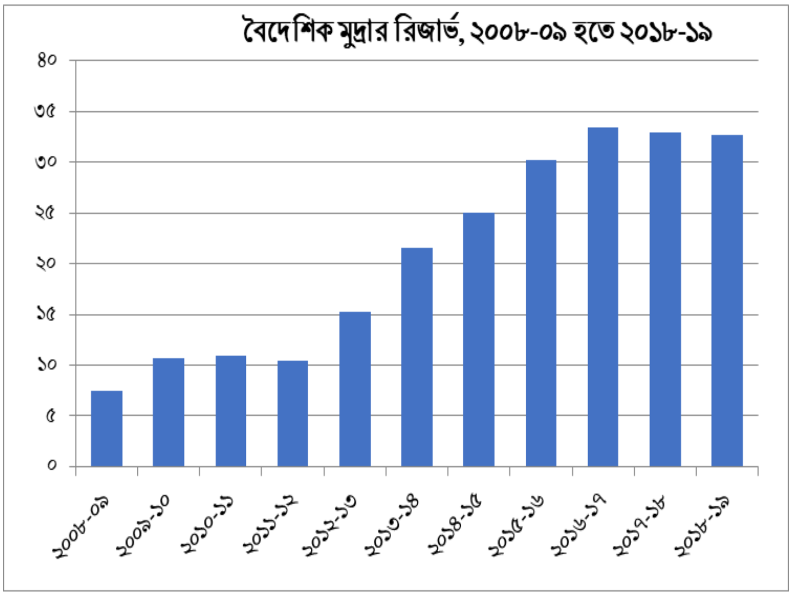

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।